53

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

অর্থ সংকট উপকরণ ও সংস্কারের অভাবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ব্যাহত

অর্থ সংকট, উপকরণের অভাব, স্কুলগৃহের জরাজীর্ণ দশা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। সামনে ঝড়-বাদলের মওসুম। জীর্ণকায় স্কুলগৃহসমূহ সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হইবে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

পটুয়াখালী ।। আর্থিক সঙ্কট, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরনে অভাব, জরাজীর্ণ স্কুল গৃহ বৈষম্যমূলক ভ্রান্ত শিক্ষানীতির কারণে দক্ষিণাঞ্চলের অবহেলিত পটুয়াখালী জেলার ৫ শত রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী বিদ্যালয়, ২ শত মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৬টি মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত ৬ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী ও ১ লক্ষ ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর জীবনে দুর্ভোগ নামিয়া আসিয়াছে। জেলার দুইশতাধিক মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার অবস্থা আর হতাশাব্যঞ্জক। আর্থিক সঙ্কট তো আছেই। আরও বড় সমস্যা শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের। গ্রামের অধিকাংশ স্কুলে ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব। কৃষি-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইলেও শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ নাই বলিলেই চলে। দায়সারাভাবে অন্য শিক্ষক দ্বারা চালাইয়া নেওয়া হইতেছে।

অধিকাংশ স্কুল সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিতেছে না। নিয়মমাফিক একজন শিক্ষক নিয়োগ দিতে স্কুল তহবিল হইতে বহু টাকা ব্যয় হইয়া যায়। ঐ খরচ স্কুল তহবিল হইতে মিটাইতে না পারিয়া প্রার্থীর নিকট হইতে চুক্তি ভিত্তিতে ডোনেশন নিয়া নিয়োগ দিয়া থাকে। ফলে ভাল প্রার্থী বাছাই করা হয় না। স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষকের শূন্যতা বিরাজ করিতেছে। ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় আসিতে চাহে না।

অধিকাংশ স্কুলঘর জরাজীর্ণ। বর্ষার সময় টিনের চালা দিয়া পানি পড়ে। বড় বড় স্কুলে ছাত্র-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

অর্থ সংকট উপকরণ

(৩য় পৃঃ পর)

ছাত্রী বেশী হওয়ায় স্থান সঙ্কুলানের অভাবে বাহিরে ক্লাশ নিতে হয়। কালিগুরী এম এ হাইস্কুলে ৮ শত ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। সেখানে স্থানাভাব প্রকট। সরকার বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষার উপর জোর দিলেও শিক্ষার উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাবে পাঠদান ব্যাহত হইতেছে। চিত্তবিনোদনের জন্য খেলার মাঠ, বিশ্রামাগার ও লাইব্রেরীর অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক।

শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির প্রতি ঝোঁক বেশী। ক্লাসে পাঠদানে ফাঁকি দেয়। অনেকে বাড়ীতে প্রাইভেটের নামে মিনি স্কুল বসায়। গ্রামের গরীব অভিভাবকদের পক্ষে স্কুলের বেতন ও প্রাইভেটের টাকা দিয়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালানো কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে।

জেলার ১৬টি মহাবিদ্যালয়ের অবস্থা আরও নাজুক। কলেজগুলিতে আর্থিক সমস্যা প্রকট। সরকারী অনুদান তাহাদের একমাত্র ভরসা। কোন কোন পুরাতন কলেজে দুই বছর পর্যন্ত বেতন বাকী। ইহাছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ বই-পুস্তক, আসবাবপত্র না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে। এই মহাবিদ্যালয়গুলিতে ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে।

বাগেরহাট ।। জেলার চিতলমারী থানার শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি দীর্ঘদিন যাবৎ জরাজীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিতে আজও উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের ছোয়া লাগে নাই। ৩ কক্ষ বিশিষ্ট জীর্ণ কুটিরে ৪ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অতি কষ্টে ক্লাশ করিতেছে। গত বছর কালবৈশাখীর ঝড়ে ছাউনির এক অংশ উড়াইয়া নিয়া যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের চেয়ার-টেবিল নাই এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বেঞ্চ অপ্রতুল। যাহা রহিয়াছে উহা ভাঙ্গাচুরা ব্যবহারের অযোগ্য। ঘরের বেড়া নাই। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা সত্বেও কোন ফল হয় নাই।

শরীয়তপুর : কালকিনি থানার মিয়ারহাট উচ্চ বিদ্যালয়টি গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। মিয়ারহাট উচ্চ বিদ্যালয়টিতে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। বিদ্যালয় গৃহের চাল না থাকায় বর্তমানে ক্লাশ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বরগুনা (দক্ষিণ) ।। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শতকরা ৫০ ভাগে টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ায় ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ হইতেছে। জেলায় মোট ৩৭৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮০টি বিদ্যালয়ের টয়লেট নোংরা ও ব্যবহারের অনুপযোগী। ইহা ছাড়া জেলার ৩৩২টি রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫০টি টয়লেট ঠিকমত ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। অনেক বিদ্যালয়ে টয়লেটই নাই।